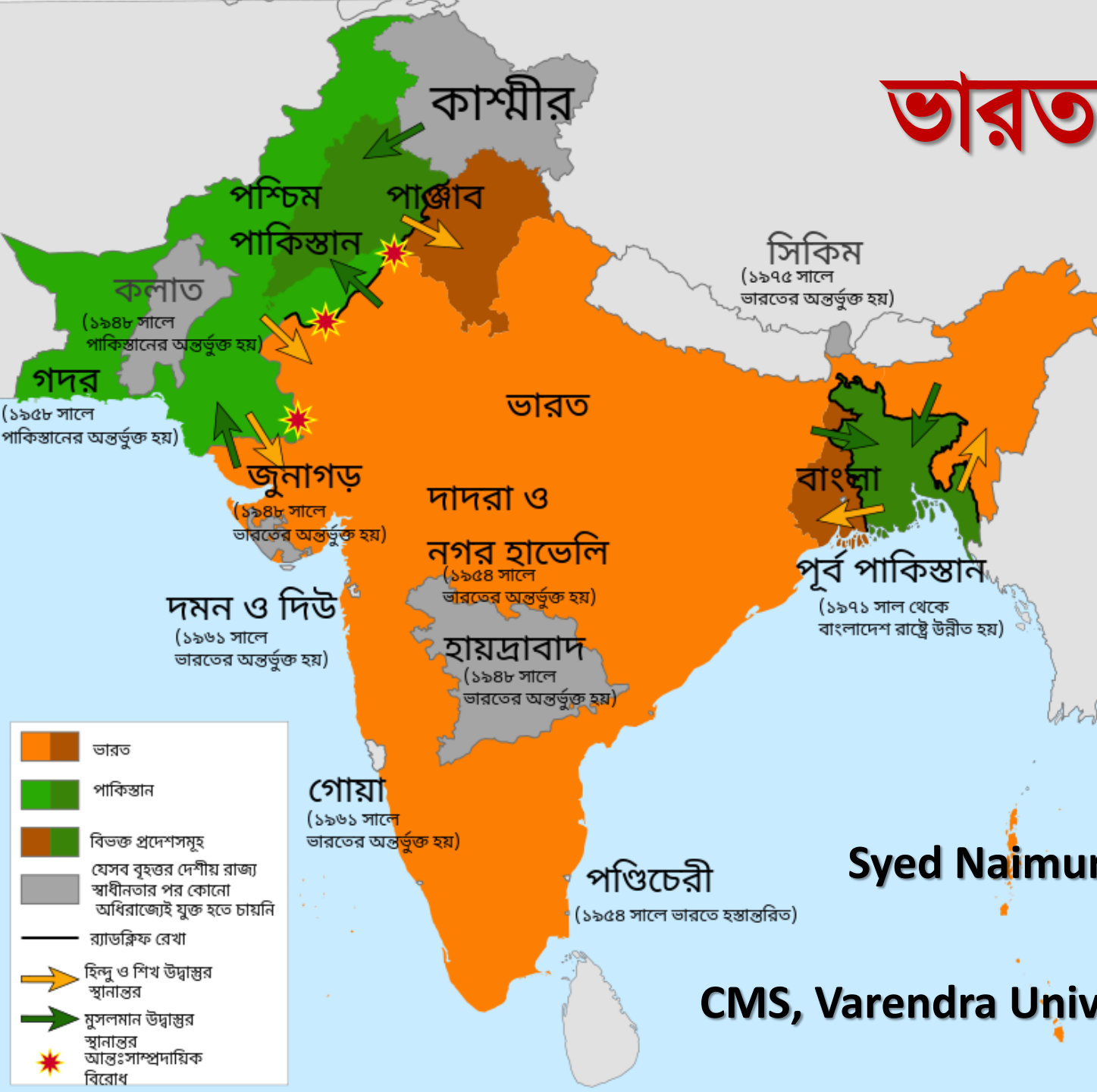


ভারত বিভাজন

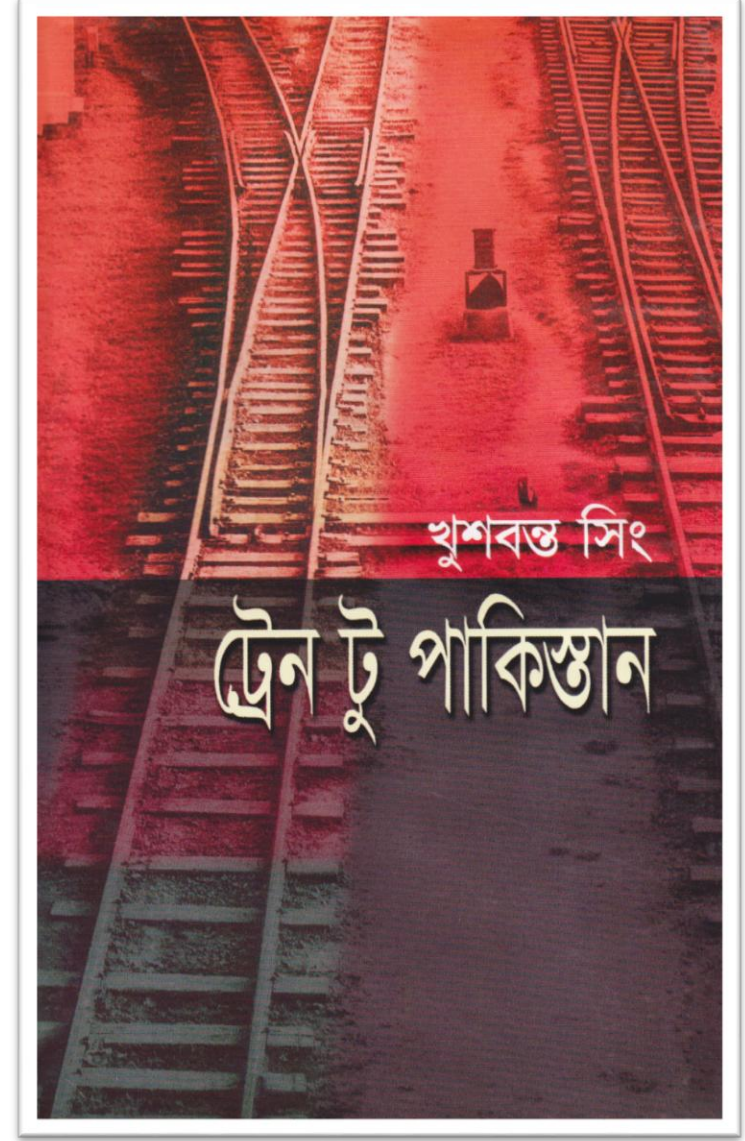


Syed Naimur Rahman Sohel
Lecturer

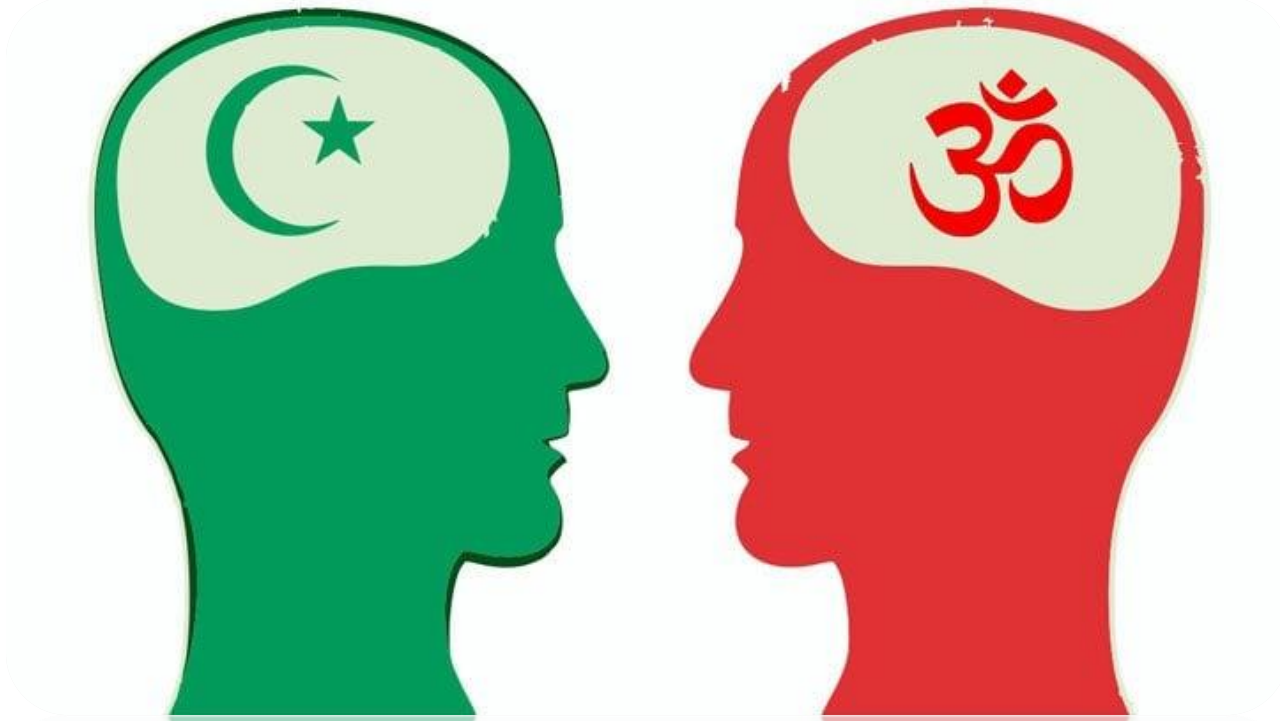
CMS, Varendra University, Rajshahi

ভারত বিভাজন

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দুদের মধ্যে চরম অসন্তোষ বিরাজ করে। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে বাংলা বিভক্ত হয়েছিল পূর্বেকার বিভাগ অনুসরণ করেই। তবে এ বিভাগ হয়েছিল মূলত **হিন্দু-মুসলিম জনমত, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের** ওপর ভিত্তি করে। অবিভক্ত বাংলার শেষ মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলাকে একটি অখন্ড রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ হন। ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির একই সাথে বাংলা বিভক্ত হয়ে যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।



ভারত বিভাজনের কারণ



জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা : ১৯৩৯ সালে ‘কায়েদে আজম’ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তার বিখ্যাত দ্বিজাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন । এর মূলকথা হলো মুসলমানগণ ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নয়; বরং হিন্দু-মুসলিম ভারতের দুটি স্বতন্ত্র জাতি । তাই মুসলমানদের একটি পৃথক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র থাকতে হবে । এ উক্তির মাধ্যমে জিন্নাহ বাংলাকে বিভক্ত করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকার সাথে যুক্ত একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেন । এর ফলে বাংলার নির্যাতিত মুসলমানগণ আশান্বিত হয়ে উঠে।

ভারত বিভাজনের কারণ

লাহোর প্রস্তাব :

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ‘দ্বিজাতি তত্ত্বের’ আলোকে ভারতবর্ষে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

২৪ মার্চ প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে ‘স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ ‘Independent states’ গঠন করতে হবে। ১৯৪৬ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লিতে আইনসভার মুসলিম লীগ সদস্যের একটি বিশেষ কনভেনশনে ‘একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ’ কথাটি সংশোধন করে ‘একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র’ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।



শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

ভারত বিভাজনের কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ:

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সালে শুরু হয়। এ যুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জয় লাভ করলেও ব্যাপক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে অসংখ্য ব্রিটিশ সেনা প্রাণ হারায়। যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা নিজেদের দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিও ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ে। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে ভারতবর্ষকে শাসন করার সক্ষমতা ছিল না। তাই তারা ভারতকে স্বাধীনতা প্রদানে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

ভারত বিভাজনের কারণ

১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা : ১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভারত বিভাগের অনিবার্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার ‘অন্তর্বর্তীকালীন’ সরকার গঠন স্থগিত রেখে ১৯৪৬ সালের ২৯ জুন একটি ‘তত্ত্বাবধায়ক’ সরকার গঠন করে। ফলে মুসলিম লীগ ব্রিটিশ সরকারকে ওয়াদা ভঙ্গকারী বলে সমালোচনা করে এবং মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা থেকে সম্মতি প্রত্যাহার করে নেয়। কংগ্রেস এ সুযোগে ‘অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।



১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ভারত বিভাজনের কারণ

এরূপ পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ ‘Direct Action Day’ পালনের আহ্বান জানায়। এ দিন লীগ সমগ্র ভারতে হরতাল, বিক্ষোভ ও সভা-সমিতির আয়োজন করে। উক্ত দিনে কলকাতায় মুসলিম লীগ এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে। কিন্তু লক্ষ মুসলিম জনতার এ জনসভা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় হিন্দু জনতার রুদ্ররোষের কারণে পণ্ড হয়ে যায়। শুরু হয় প্রত্যক্ষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা। কলকাতা, বিহার, ত্রিপুরা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব এমনকি নোয়াখালীতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণসহ পৈশাচিক তাণ্ডবে সমগ্র ভারতবর্ষ কেঁপে উঠে।



ভারত বিভাজনের কারণ

অ্যাটলির ফেব্রুয়ারি ঘোষণা :

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গায় আইন-শৃঙ্খলার মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে এক বিবৃতি দেন যা ‘ফেব্রুয়ারি ঘোষণা’ নামে পরিচিত।

এ বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয় যে, বর্তমান অনিশ্চিত পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপদসংকুল। তাই এ পরিস্থিতি আর চলতে দেওয়া যায় না।

১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে দায়িত্বশীল ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।



ক্লেমেন্ট রিচার্ড অ্যাটলি



ভারত স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭

- ভারত উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির ইতিহাসে ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই এই আইন কমন্স সভায় এবং ১৫ জুলাই লর্ড সভায় পাস হয়। ১৮ জুলাই রাজকীয় সমতির মাধ্যমে ভারত স্বাধীনতা বিলটি আইনে পরিণত হয়। এর মাধ্যমে দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।



CHAPTER 30.

An Act to make provision for the setting up in India of two independent Dominions, to substitute other provisions for certain provisions of the Government of India Act, 1935, which apply outside those Dominions, and to provide for other matters consequential on or connected with the setting up of those Dominions.

[18th July 1947.]

BE it enacted by the King's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament assembled, and by the authority of the same, as follows :—

1.—(1) As from the fifteenth day of August, nineteen hundred and forty-seven, two independent Dominions shall be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan. The new Dominions.

(2) The said Dominions are hereafter in this Act referred to as “the new Dominions”, and the said fifteenth day of August is hereafter in this Act referred to as “the appointed day”.

2.—(1) Subject to the provisions of subsections (3) and (4) of this section, the territories of India shall be the territories under the sovereignty of His Majesty which, immediately before the appointed day, were included in British India except the territories which, under subsection (2) of this section, are to be the territories of Pakistan. Territories of the new Dominions.

(2) Subject to the provisions of subsections (3) and (4) of this section, the territories of Pakistan shall be—

(a) the territories which, on the appointed day, are included in the Provinces of East Bengal and West Punjab, as constituted under the two following sections ;



৩ জুন পরিকল্পনা

- দায়িত্বভার গ্রহণ করেই মাউন্টব্যাটেন ঘোষণা করেন ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি নিশ্চিত হন যে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার ভিত্তিতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়।
- মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তান দাবির প্রতি অটল মনোভাব দেখালে কংগ্রেস এ দাবি মেনে নেয়।
- মুসলিম লীগকে জব্দ করার জন্য কংগ্রেস একটি নতুন দাবি করে যে, করতেবাংলা ও পাঞ্জাবকে হিন্দু-মুসলমান অধিবাসী এলাকা হিসেবে ভাগ হবে।
- কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতা করে। যদিও শেষ পর্যন্ত এতে রাজী হয়। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ৩ জুন ঘোষিত হয়।



লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন

- এতে বলা হয়—
- ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীন হলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হবে।
- বাংলা ও পাঞ্জাব প্রদেশের জেলাগুলো ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত হবে।
- উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও আসামের সিলেট জেলা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে কি না তা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
- ভারত ও পাকিস্তান কমনওয়েলথভুক্ত থাকবে কি না তা উভয় দেশের গণপরিষদ সিদ্ধান্ত নেবে।
- ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা হবে।
- ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্ধারণের জন্য একটি আইন কমিশন গঠিত হবে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয় দল এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে এর ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা আইন প্রণীত হয়।

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের বৈশিষ্ট্য

- ১. ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র: ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট হতে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনের বদলে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং উভয়ই ডোমিনিয়নের মর্যাদা পাবে। **একই দিনে বাংলা প্রদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা নামে দুটি নতুন প্রদেশ গঠিত হবে।**
- ২. ডোমিনিয়নের গণপরিষদ: প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য পৃথক গণপরিষদ থাকবে, গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হবে।
- ৩. ডোমিনিয়নের পরিধি ও সীমানা: **সিন্ধু প্রদেশ, সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান, পাঞ্জাব ও পূর্ব বাংলা** নিয়ে গঠিত হবে পাকিস্তান। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ নিয়ে ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে।
- ৪. গভর্নর জেনারেল নিয়োগ: প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্য একজন গভর্নর জেনারেল থাকবেন। তিনি হবেন **হেড অব দি স্টেট**। এর ফলে ১৯৪৭ সালের ভারত সচিবের পদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়।

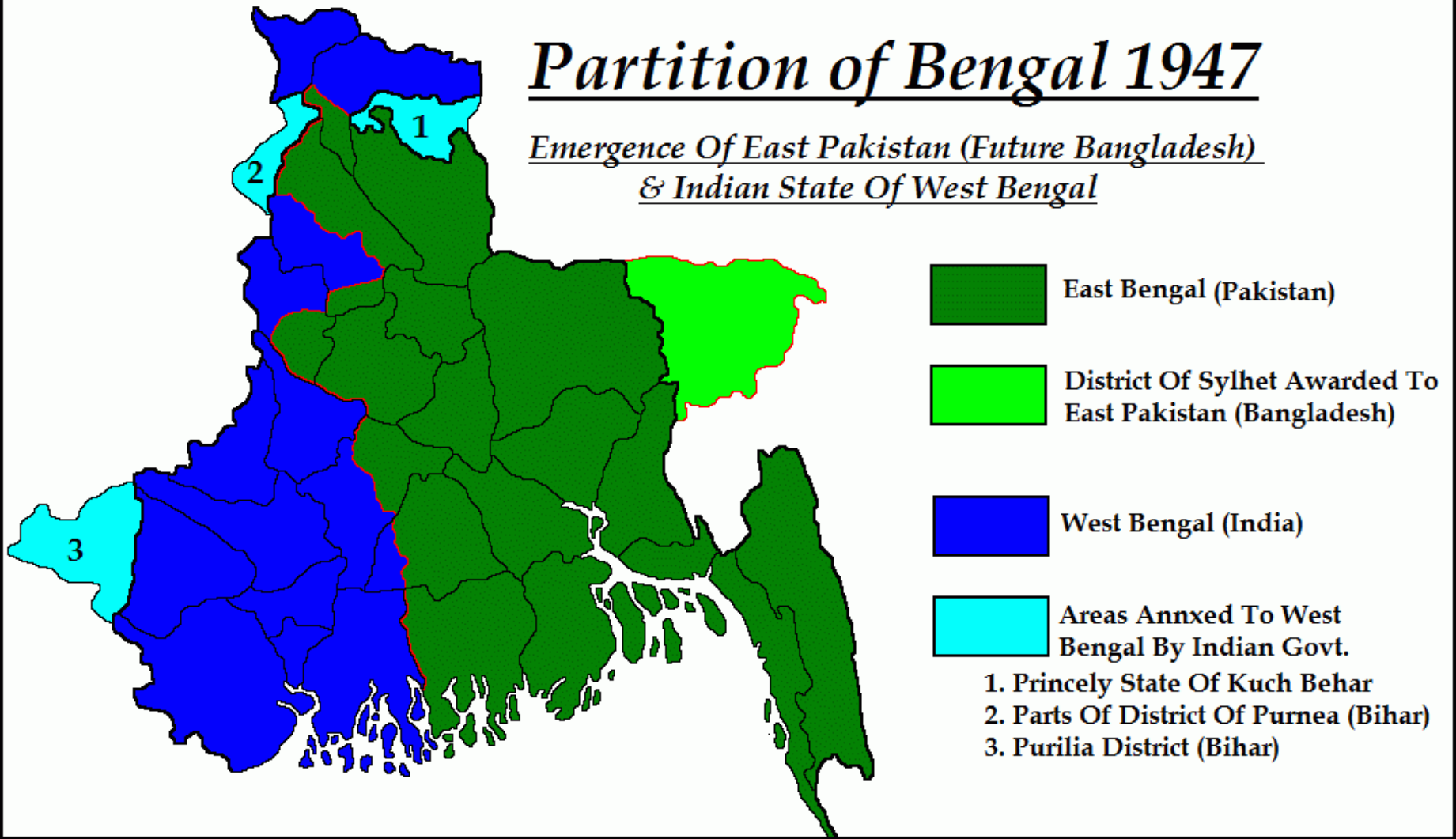
১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ফলাফল

- ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি: ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০ বছর পর স্বাধীন হয়। যদিও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার তড়িৎ ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত নেয়; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা বেড়েই যায়।
- দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগে বাধ্য: দেশ বিভাগের কারণে ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে উভয় দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। বিপুলসংখ্যক মানুষের প্রাণহানি ঘটে।
- শরণার্থী সমস্যা: বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের ফলে বিশেষত ভারতের সীমান্ত প্রদেশগুলি হতে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাকিস্তানে আসতে শুরু করে। এদের পুনর্বাসন, স্থানীয়দের সঙ্গে একত্রীভূত করে দেয়া ছিল পাকিস্তানের অন্যতম সমস্যা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশটির জাতীয় সংহতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।



Partition of Bengal 1947

Emergence Of East Pakistan (Future Bangladesh)
& Indian State Of West Bengal



- বাংলা বিভাগ: শুধু ধর্মীয় বন্ধনের কথা বলে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার কারণে **বাঙালি জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতার ক্ষেত্রে সংকট** সৃষ্টি হয়।

- পাকিস্তানে স্বৈরশাসন চালু: কংগ্রেস ১৯৫০ সালের মধ্যে ভারতের সংবিধান চালু করলেও মুসলিম লীগ স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ন'বছর পর ১৯৫৬ সালে সংবিধান চালু করে। ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শে কংগ্রেস আস্থাশীল হলেও পাকিস্তানে **ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরশাসন চালু** হয়। যদিও মাত্র দু'বছরের মাথায় এ সংবিধান স্থগিত করে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করেন।
- পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য: জেনের পরই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসকদের বিমাতাসুলভ আচরণ বাঙালিকে বিক্ষুব্ধ করে। রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোতে ধর্মের অবস্থান নিয়ে তাঁরা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন। অবশেষে মুসলিম লীগ ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করে নিজেদের শাসন-শোষণকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে আকাশচুম্বী বৈষম্য দেশটিকে ক্রমান্বয়ে সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। শুরু হয় বাঙালির স্বশাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

THANK YOU